শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরাৎ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়েন

সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ।

কলিকাতা-রাজধান্যাম,

১৬৬ সংখ্যক-বহুবাজারষ্ট্রীটস্থ-"বসুমতী-মেসিনাখ্য"-যন্ত্রে

শ্রীপূর্ণচন্দ্র-মুখোপাধ্যায়েন মুদ্রিতম।

১৩২৪

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

॥ ওঁ তৎসৎ ॥ ওঁ ॥

শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয়-

জাবালোপনিষৎ।

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যং যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্। তস্মাৎ যত্র ক্বচন গচ্ছতি তদেব মন্যেত তদবিমুক্তমেব ইদং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্ ॥ ১ ॥

যোগনিষ্ঠ পরমহংসগণ কি প্রকার পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক কি ভাবে অবস্থিত থাকেন, পরমহংসোপনিষদে তাহা বিবৃত হইয়াছে। পরমহংসগণ কি প্রকারে পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইবেন, কিরূপ স্থানে ও কিরূপ দেহভাগে তাঁহাদিগের উপাসনা করা কর্ত্তব্য, কোন্ বয়সে পারমহংস্যাধিকার জন্মে, পারমহংস্য অবলম্বন করিলে তাঁহারা

কিরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, পরমহংসবৃন্দের আচার কি প্রকার, পারমহংস্য আশ্রয়ের পরিণাম ফল কি, এই পারমহংস্য সম্প্রদায় কোন্ ব্যক্তি হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক কে কে, উহারা কি ভাবে দেহত্যাগ করিবেন? এই সমস্ত জানিবার জন্য সত্যকামনামক জাবালপুত্রের উপজ্ঞাত উপনিষদের আরম্ভ হইতেছে। সুরগুরু যাজ্ঞবল্ক্য সকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ এই যে দেবতাদিগের দেবপূজাস্থল মোক্ষদায়ক কুরুক্ষেত্র, ইহারই বিষয় প্রশ্ন করিয়াছিলেন। বৃহস্পতির প্রশ্ন শ্রবণে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিতেছেন,—কুরুক্ষেত্রই অবিমুক্ত, অর্থাৎ সুরবৃন্দ মোক্ষের আশায় শিবসমীপে স্থান প্রার্থনা করিলে শিব ঐ কুরুক্ষেত্রকে মুক্তির আয়তন বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন। ঐ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের পূজাস্থান এবং সর্ব্বজীবের মোক্ষ প্রাপ্তির আস্পদ। দেবগণও পুণ্যলাভ কামনায় ঐ স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, সুতরাং যে কোন স্থানে গমন করুক না কেন, সেই স্থানেই কুরুক্ষেত্রকে অবিমুক্ত স্থান বলিয়া বিবেচনা করিবে; কেন না, ঐ কুরুক্ষেত্রই অমরবৃন্দের পূজাক্ষেত্র এবং ঐ স্থানই সর্ব্বভূতের মুক্তিলাভের একমাত্র আয়তন ॥ ১ ॥

অত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতি তস্মাদবিমুক্তমেব

নিষেবেত অবিমুক্তং ন বিমুঞ্চেৎ এবমেবৈতদ্‌যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ২ ॥

বারাণসীক্ষেত্র যে অপরাপর স্থল হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে এই স্থানে জীবমাত্রেরই প্রাণের উৎক্রমণ সময়ে রুদ্রদেব স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ষড়ক্ষর তারকব্রহ্ম নাম উচ্চারণ করেন অর্থাৎ শব্দদ্বারা ঐ নাম উচ্চারণপূর্ব্বক তাহার অর্থ উপদেশ প্রদান করেন। এই তারকব্রহ্ম নাম-প্রভাবে জীববৃন্দ তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিফলের অধিকারী হয়। অতএব অবিমুক্ত স্থান সেবা করা কর্ত্তব্য, স্থান কখনও পরিত্যাগ করিবে না। সুরগুরু স্বয়ং ইহাই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞ্যবল্ক্যং য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা তং কথমহং বিজানীয়ামিতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ সোঽবিমুক্ত উপাস্যঃ য এষোঽনন্তোঽব্যক্ত আত্মা সোঽবিমুক্তে প্রতিষ্ঠিত ইতি ॥ ৩ ॥

নামত দেশ পরিজ্ঞাত হইলে লিঙ্গত দেশপরিজ্ঞানাথ বলা যাইতেছে।—অত্রি-ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যসকাশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা,কিরূপে তাঁহাকে অবগত হইবে, তদ্বিষয় বর্ণন করুন। যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, অবিমুক্ত স্থানেই পরমাত্মার উপাসনা করিতে হয়। কেননা, যিনি অনন্ত অব্যক্ত আত্মা, অবিমুক্তস্থানেই তাঁহার অধি-

ষ্ঠান। বৃহদারণ্যক মুনির ন্যায় মুনিবৃন্দ প্রশ্নকর্ত্তা, যাজ্ঞবল্ক্য সমাধানকারী, আর জনক সভ্য; অতএব এই বিষয়ে জল্পনামাত্রেরও আশঙ্কা নাই ॥ ৩ ॥

সোঽবিমুক্তঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি। বরণায়াং নাশ্যাঞ্চ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ইতি। কা বৈ বরণা কা চ নাশীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ দোষান্ বারয়তীতি তেন বরণা ভবতীতি। সর্ব্বানিন্দ্রিয়কৃতান্ পাপান্ নাশয়তীতি তেন নাশী ভবতীতি ॥ ৪ ॥

অত্রি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, সেই অবিমুক্তস্থান কোথায়? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, বারণা ও নাশীতে প্রতিষ্ঠিত। পুনর্ব্বার প্রশ্ন হইল, বারণা ও নাশী কাহাকে বলে? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—যাহা সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়কৃত দোষ দূর করে, তাহাই বারণা এবং যাহা সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়কৃত পাপ বিনষ্ট করিয়া দেয়, তাহাকেই নাশী বলে। এই বারণা ও নাশী এই উভয়ের সংযোগবশেই বারাণসী হইয়াছে, অর্থাৎ বারণা ও নাশীর মধ্যস্থিত স্থানকেই অবিমুক্ত কহে। স্কন্দপুরাণে বিবৃত আছে যে, অশী ও বারণা এই দুইয়ের মধ্যভাগে যে মহত্তর স্থান অবস্থিত আছে, উহার পরিমাণ পঞ্চক্রোশ। দেবগণও তথায় প্রাণত্যাগের ইচ্ছা করিয়া থাকেন। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, বারাণসীতে মৃত্যু ঘটিলেই মুক্তিলাভ হয় ॥ ৪ ॥

কতমদ্ধাস্য স্থানং ভবতীতি। ভ্রুবোর্ঘ্রাণস্য চ যঃ সন্ধিঃ স এষঃ দ্যৌর্লোকস্য পরস্য চ সন্ধির্ভবতীতি ॥ ৫ ॥

লৌকিক ও পুরাণপ্রথিত অধিভূত অবিমুক্ত স্থান বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা আধ্যাত্মিক অবিমুক্তস্থান বিষয়ক প্রশ্ন হইতেছে, অর্থাৎ যে যে অবিমুক্ত স্থান কথিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অবিমুক্ত স্থান কি? ইহার উত্তর এই যে, ভ্রূ ও ঘ্রাণের যে সন্ধি, তাহাকেই অবিমুক্ত ক্ষেত্র বলে। শাস্ত্রান্তরে বর্ণিত আছে যে, ইড়া ভগবতী গঙ্গা এবং পিঙ্গলা যমুনা নদী, যে ব্যক্তি এই দুইয়ের অভ্যন্তরস্থ প্রয়াগ স্থান বিদিত হইতে পারে, সেই ব্যক্তিকে বেদবিদ্ কহে। এখানে প্রয়াগশব্দে নাসাগ্র; সুতরাং তাহার পূর্ব্বভাগে ভ্রূমধ্যে অবিমুক্ত স্থান অধিষ্ঠিত। ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যস্থ স্থানের সন্ধিত্ববিষয়ে অন্য হেতু প্রদর্শিত হইতেছে:— যেহেতু ভ্রূ ও নাসিকার মধ্যভাগ স্বর্গলোক এবং যাহা পরম স্বর্গ, অর্থাৎ যাহা হইতে জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়, এই উভয়ের সন্ধিই ভ্রূ ও নাসিকার মধ্য। নাসিকামূলের উপরিদেশকে স্বর্গ এবং ললাটের পরভাগকে সত্যলোক বলে, ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, দেহমধ্যেও ব্রহ্মাণ্ডের সংস্থিতি আছে। গরুড়পুরাণে বর্ণিত আছে যে, ব্রহ্মাণ্ডে যে সমস্ত গুণ বিদ্যমান, দেহেও তৎসমস্ত অধিষ্ঠিত। পাতাল, পর্ব্বত, লোক, দ্বীপ, সমুদ্র, শূন্য ও গ্রহবৃন্দ এই সকলই দেহপিণ্ডমধ্যে অবস্থিত। পাদের নিম্নভাগকে

তল এবং তাহার ঊর্দ্ধভাগকে বিতল কহে। জানুযুগল সুতল, বন্ধনসমূহ নিতল, দেহের ঊর্দ্ধভাগ তলাতল, গুহ্যদেশ রসাতল ও কটিদেশ পাতাল। এই প্রকারে মনীষিগণ দেহাভ্যন্তরে তলবিতলাদি সপ্তপাতাল দৃষ্টি করিয়া থাকেন। নাভিমধ্যে ভূর্লোক, তাহার ঊর্দ্ধভাগে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, কণ্ঠে মহর্লোক, বদনে জনলোক, ললাটে তপোলোক এবং মহারন্ধ্রে সত্যলোক। এই প্রকারে শরীরমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবন অধিষ্ঠিত আছে। ত্রীকোণ স্থানে সুমেরুপর্ব্বত, অধঃকোণে মন্দরগিরি, দক্ষিণকোণে কৈলাসপর্ব্বত, বামভাগে হিমালয়, ঊর্দ্ধভাগে নিষধাচল, দক্ষিণে গন্ধমাদনপর্ব্বত এবং বামরেখাতে রমণপর্ব্বত আছে, এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্তকুলপর্ব্বতের অধিষ্ঠান জানা যায়। ইহা ভিন্ন মাংসমধ্যে কুশদ্বীপ, শিরাতে ক্রৌঞ্চদ্বীপ, অস্থিমধ্যে জম্বুদ্বীপ, মজ্জাতে শাকদ্বীপ, চর্ম্মে শাল্মলদ্বীপ কেশে প্লক্ষদ্বীপ, নখে পুষ্করদ্বীপ, রোমরাজিতে গোমেদদ্বীপ বিদ্যমান। এই প্রকারে দেহমধ্যে সপ্তদ্বীপের অধিষ্ঠান জানিবে। মূত্রে ক্ষীরোদসমুদ্র, দুগ্ধে ইক্ষুসমুদ্র, শ্লেষ্মাতে সুরাসমুদ্র, মজ্জাতে ঘৃতসমুদ্র, রসেতে রসসমুদ্র, শোণিতে দধিসমুদ্র, লম্বিকাস্থানে স্বাদূদকসমুদ্র এবং শুক্রমধ্যে গর্ভোদসমুদ্র অধিষ্ঠিত। নাদচক্রে সূর্য্য ও বিন্দুচক্রে চন্দ্র বিদ্যমান। নেত্রযুগলে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, কণ্ঠে গীষ্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভিতে শনি, বদনে রাহু এবং বায়ুস্থানে

কেতু অধিষ্ঠিত। এই প্রকারে দেহমধ্যে নবগ্রহের অধিষ্ঠান জানিবে। এইরূপে চরণতল হইতে মস্তক যাবৎ দেহ বিভক্ত হইয়াছে; এই জন্যই স্বর্গলোক ও পরলোকের সন্ধি বিবৃত হইয়াছে ॥ ৫ ॥

এতদ্বৈ সন্ধিং সন্ধ্যাং ব্রহ্মবিদ্ উপাসতে ইতি সোঽবিমুক্ত উপাস্য ইতি। সোঽবিমুক্তং জ্ঞানমাচষ্টে যো বৈ তদেবং বেদ ॥ ৬ ॥

সন্ধ্যাদিকর্ম্মবর্জ্জিত যোগীর কি প্রকারে ব্রাহ্মণ্য হইতে পারে, এই আশঙ্কায় বলা যাইতেছে।—ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি উক্ত সন্ধিস্থানকেই সন্ধ্যা বলিয়া আরাধনা অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত সন্ধিস্থানগত জ্যোতির্ধ্যানই ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধ্যা, কারণ, সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলসুখই ব্রহ্মবিজ্ঞানসুখের অন্তর্গত। গীতাতে বর্ণিত আছে যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্ম করিলে যে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সর্ব্ববেদবিৎ ব্রাহ্মণের সেই সমস্ত ফললাভ হয়। সেই আত্মা অবিমুক্ত বারাণসীতে অধিষ্ঠিত; সুতরাং অবিমুক্ত ভ্রূমধ্যে তাহার আরাধনা করিবে। যিনি এই প্রকারে অবিমুক্ত স্থানে আত্মোপাসনা করেন, তিনিই শিষ্যাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানোপদেশ দিতে সমর্থ ॥ ৬ ॥

অথ হৈনং ব্রহ্মচারিণ ঊচুঃ কিং জপ্যেনামৃতত্বং ব্রূহীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ শতরুদ্রিয়েণেত্যেতাস্যৈব হ বা

অমৃতস্য নামানি এতৈর্হ বা অমৃতো ভবতীতি এবমেবৈত-দ্‌যাজ্ঞবল্ক্যঃ ॥ ৭ ॥

প্রথমে ব্রহ্মের আরাধনায় যাঁহারা প্রবৃত্ত হন, তাঁহা-দিগের অনন্ত অব্যক্ত পরমাত্মজ্ঞান ও পরমাত্মাচিন্তা করিবার সামর্থ্য থাকে না; সুতরাং প্রথমাধিকারিগণের ব্রহ্মচিন্তনের সহজপন্থা জানিবার জন্য প্রশ্ন করিতেছেন অর্থাৎ ব্রহ্মচারিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কি প্রকার জপের ফলে মুক্তিলাভ ঘটে, তাহা বল। এই প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যাহারা প্রথমাধিকারী, শতরুদ্রিয় জপদ্বারা তাহারা ব্রহ্মের আরাধনা করিবে। "নমস্তে" ইত্যাদি ষট্‌ষষ্টি, "যঃ সোমে-ত্যাদি" অষ্টনীলরুদ্রসূক্ত, ষোড়শ ঋক্, "নমস্তে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়, "এষ তে" ইত্যাদি দুই মন্ত্র "বিদ" ইত্যাদি দুই মন্ত্র এবং "মীঢুষ্টম" ইত্যাদি চারিটী মন্ত্র,এই সমুদায়ই শত-রুদ্রিয়নামে কথিত। স্মৃতিতে উক্ত আছে যে, যজুর্ব্বে দীরা এই শতরুদ্রিয় মন্ত্র জপ করিলে তাহাদিগের পাপ বিনাশ পায় এবং আত্মশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষ পাইয়া থাকে, কিংবা দ্রোণপর্ব্বপঠিত শতরুদ্রিয় স্তোত্রই পরমহংসদিগের উচিত, অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মচারিগণের এই উপদেশ স্বীকার করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

অথ হৈনং জনকো বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্! সন্ন্যাসং ব্রূহীতি স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ ব্রহ্মচর্য্যং

পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ ॥ ৮ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, অবিমুক্ত উপাসনা দ্বারা যদি সন্ন্যাসিগণেরই মোক্ষ হইল, তবে আর কেহ অন্য আশ্রম গ্রহণ করিবে কেন? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য বলা যাইতেছে।—রাজর্ষি বিদেহরাজ জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি সন্ন্যাসাধিকার এবং সন্ন্যাসবিধি মৎসকাশে বর্ণন করুন। জনকের প্রশ্নের উত্তরে ঋষিবর বলিলেন, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; কেন না, বেদপাঠ না করিলে কোন ক্রিয়াই সিদ্ধ হইতে পারে না। পরে ব্রহ্মচর্য্য শেষ হইলে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ [illegible], যেহেতু, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ-করত সন্তান উৎপাদন করিলে কোনপ্রকারে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হওয়া যায় না। সুতরাং গার্হস্থ্যস্বীকারের পর বনবাস অবলম্বন করিবে, অর্থাৎ বনবাসে থাকিয়া তপঃসাধনদ্বারা সমস্ত পাপ দূর করিবে। যেহেতু পাপী তত্ত্বজ্ঞানে অধিকারী নহে। পরে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিবে। স্মৃতিতে কথিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও তপস্যা এই তিন প্রকার কর্ম্মদ্বারা যথাক্রমে ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ ও দেব-ঋণ এই তিন ঋণ পরিশোধপূর্ব্বক মোক্ষসাধনে মনোনিবেশ করিবে। স্মৃতিতে বিহিত আছে যে, বেদপাঠ-করতঃ জপনিষ্ঠ হইয়া পুত্র উৎপাদনপূর্ব্বক অগ্ন্যাধ্যান

করিবে এবং সাধ্যানুসারে যজ্ঞ করিয়া মোক্ষলাভে চিত্ত-সন্নিবেশ করিবে। আর ন্যায় পথে অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ হইবে এবং অতিথিসৎকার ও শ্রাদ্ধ করিয়া সত্যভাষী হইয়া থাকিবে। এই প্রকার করিলে গৃহস্থ ব্যক্তিরও মোক্ষলাভ হয়। সুতরাং বুঝা গেল যে, আশ্রমান্তর পরিগ্রহও জ্ঞানসাধন; অতএব জ্ঞানবান্ যাজ্ঞবল্ক্যের ক্রমত সন্ন্যাসগ্রহণ বিরুদ্ধ নহে ॥ ৮ ॥

যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্ বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বা অস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ ॥ ৯ ॥

ব্রহ্মচারীর কি প্রকারে আত্মতত্ত্বজ্ঞানলাভ হয়, তাহা তৃতীয় খণ্ডে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মচারিগণের বিবাহ ব্যবহারও দেখা যায়। অধুনা আশঙ্কা হইতেছে যে, যাহারা বিবাহাদিকর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, তাহাদিগের কি প্রকারে আত্মজ্ঞানলাভ হইতে পারে? এই আশঙ্কায় বৈরাগ্যপটু লোকেরও ক্রমত সন্ন্যাসসম্ভব হয়, অতএব জ্ঞান প্রশ্নের উপপত্তি হইতেছে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন।—যদিও গার্হস্থ্যাদি স্বীকার না করিয়া অনিয়মে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিলে বিরক্ত ব্যক্তিগণের কর্ম্মেতে প্রবৃত্তির অনুপপত্তি-হেতু সন্ন্যাসসিদ্ধি হইতে পারে, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ও বনবাস

ভিন্ন সন্ন্যাস-সম্ভব হইলেও এতজ্জন্মাবিচ্ছিন্নব্রতাদি সন্ন্যাস-সিদ্ধির অঙ্গ নহে; তথাপি অব্রতী বা ব্রতী হউক, স্নাতক (কৃতবিদ্য) বা ব্রতান্তে কৃতস্নান হউক, কি অস্নাতক হউক, অগ্নিহোত্রাগ্নিক হউক কি অনগ্নিক হউক, যখন সংসারবিরক্ত হইবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে ॥৯॥

তদ্বৈকে প্রাজাপত্যামেবেষ্টিং কুর্ব্বন্তি। তদু তথা ন কুর্য্যাদাগ্নেয়ীমেব কুর্য্যাৎ অগ্নির্হ বৈ প্রাণঃ প্রাণমেব তথা করোতি। ত্রৈধাতবীয়ামেব কুর্য্যাৎ এতয়ৈব ত্রয়ো ধাতবো যদুত সত্ত্বং রজস্তম ইতি ॥ ১০ ॥

অধুনা সন্ন্যাসবিধি বিবৃত হইতেছে।—প্রাজাপত্যনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অনেককেই দেখা যায়। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, অরণ্যে বা গৃহে বেদবিহিত সদক্ষিণ প্রাজাপত্যযজ্ঞ করিয়া আত্মাতে বহ্নির আরোপ করিবে। কেবল মোক্ষে চিত্তনিবেশ করিলেই কার্য্য সফল হয় না, সুতরাং আগ্নেয় যাগ করিবে; কেন না, বহ্নিই প্রাণ, এই জন্য প্রাজাপত্য পরিহার পুরঃসর আগ্নেয় যাগ করা কর্ত্তব্য। আর প্রাণ ও মন এই উভয়ের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ, ইহা ছান্দোগ্যোপনিষৎশ্রুতিতে দৃষ্টান্তোপন্যাস দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আগ্নেয় যাগেরই সামর্থ্যাতিশয় দৃষ্ট হয়; যেহেতু, যেখানে প্রাণ, সেই

স্থানেই মন; যেখানে মন, সেই স্থানেই সর্ব্বেন্দ্রিয় এবং যে স্থানে ইন্দ্রিয়, সেই স্থানেই বিষয়; সুতরাং আগ্নেয় যাগেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হইতেছে। এই সমস্ত যাগ হইতেও ত্রৈধাতবীয় যাগ অধিকতর শ্রেষ্ঠ। ইহাতে ত্রিবেদের ধাতু অর্থাৎ রস আছে এবং ইহাতে ঐন্দ্রযাগ ও বৈষ্ণব যাগ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই যজ্ঞে দ্বাদশকপাল পুরোডাশই হবিঃ-স্বরূপ; এই হবিঃ তণ্ডুলপিষ্টবেষ্টিত যবপিষ্টরূপ। সর্ব্বস্বদানে এই যজ্ঞসিদ্ধি হয়, এই যজ্ঞেই সন্ন্যাসাধিকার বিদ্যমান। "দ্বে সহস্রে ভূয়ো বা দদ্যাৎ স এতয়া যজেত" প্রভৃতি শতপথব্রাহ্মণীয় শ্রুতিতে উক্ত যাগ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ যাগে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ধাতুত্রয় বর্দ্ধিত হয়, এই জন্য উক্ত যাগকে ত্রৈধাতব কহে ॥ ১০ ॥

অয়ং তে যোনি ঋত্বিজো যতো জাতঃ প্রাণাদরোচথাঃ। তং প্রাণং জানন্নগ্নে! আরোহ অথা নো বর্দ্ধয় রয়িম্ ইত্যনেন মন্ত্রেণাগ্নিমাজিঘ্রেৎ। এষ হ বা অগ্নের্যোনির্যঃ প্রাণঃ প্রাণং গচ্ছ স্বাহেত্যেবমেবৈতদাহ। গ্রামাদগ্নিমাহত্য পূর্ব্ববদগ্নিমাঘ্রাপয়েৎ ॥ ১১ ॥

"বায়োরগ্নিঃ' প্রভৃতি শ্রুতি এবং অনুভব দ্বারা বিদিত হওয়া যায় যে, হে অগ্নে! বায়ুই তোমার যোনি (উৎ-

পত্তিস্থান) কেন না, তুমিই গর্ভাধানসময় প্রাপ্ত হইয়া থাক। এখন অগ্নির প্রাণ-যোনিত্ববিষয়ে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।—যেমন পিতার সংযোগে পুত্র প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ প্রাণ হইতে অগ্নি প্রকাশ পায়; সুতরাং তুমিই প্রাণের হেতু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছ। "হে অগ্নে! তুমি প্রাণকেও জ্ঞাত হইয়া আমার প্রাণারূঢ় হও। অনন্তর প্রাণাবিষ্ট হইয়া আমাদিগের কুলে ধনবৃদ্ধিপূর্ব্বক পোষণ কর", এই মন্ত্রে বহ্নির আঘ্রাণ করিবে। অনন্তর পুত্রাদির শ্রেয়ঃসাধন মন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেছেন।—এই বহ্নির যোনিস্বরূপ প্রাণ গমন কর, অর্থাৎ "অয়ং তে যোনি ঋত্বিজ" প্রভৃতি মন্ত্রে গ্রাম হইতে বহ্নিসঞ্চয়পূর্ব্বক আঘ্রাণ করিবে। সন্ন্যাসোপনিষদে এই প্রকার হোমবিধি বিবৃত আছে॥ ১১ ॥

যদ্যগ্নিং ন বিন্দেদপ্সু জুহুয়াৎ আপো বৈ সর্ব্বা দেবতাঃ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো জুহোমি স্বাহেতি হুত্বা উদ্ধৃত্য প্রাশ্নীয়াৎ সাজ্যং হবিরনাময়ং মোক্ষমন্ত্রঃ ত্রয্যেবং বদেৎ, এতদ্ব্রহ্মৈতদুপাসিতব্যম্ এবমেবৈতদ্ভগবন্নিতি বৈ যাজ্ঞবল্ক্যঃ॥ ১২ ॥

মহাবনাদিতে সন্ন্যাসেচ্ছা হইলে; "সেই দিনেই অগ্ন্যাধান করিবে।" এই প্রকার বিধি হেতু সেই কালেই অগ্ন্যাধান

করা উচিত; কিন্তু তৎকালে বহ্নির অলাভে কি কর্ত্তব্য? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে। যদি অগ্নিপ্রাপ্তির অসম্ভাবনা ঘটে, তবে জলেতে আহুতি প্রদান করিবে। "আপ হ বা ইদমগ্র আসন্" প্রভৃতি শ্রুতিতে জলই সর্ব্বদেবতার হেতু বলিয়া কথিত আছে এবং কার্য্যও কারণের অতিরিক্ত নহে; সুতরাং জলই সর্ব্বদেবস্বরূপ, এই জন্য অগ্নির অপ্রাপ্তিতে জলে আহুতি-প্রদান কর্ত্তব্য। জলে আহুতি প্রদানের মন্ত্র যথা,—"আমি সমস্ত দেবতাকে হোম করিতেছি," এই বলিয়া স্বাহান্তমন্ত্রে হোমসাধনপূর্ব্বক পাত্র হইতে সাজ্য চরু লইয়া সেবন করিবে। এই মোক্ষমন্ত্র অনাময় অর্থাৎ এই মন্ত্রে ঐ নিয়মে হোম করিলে বিনাবিঘ্নে মুক্তিপ্রাপ্তি ঘটে, ইহাই বেদে উক্ত আছে। অতএব এই সন্ন্যাসলক্ষণ বস্তুভূত ব্রহ্মকে জানিবে। যেহেতু,ব্রহ্মপরিজ্ঞানই মোক্ষের কারণ; সুতরাং মোক্ষার্থিগণের ব্রহ্মোপাসনা কর্ত্তব্য, যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার অঙ্গীকার করিয়া ব্রহ্মোপদেশ করিয়াছেন॥ ১২॥

অথ হৈনমত্রিঃ পপ্রচ্ছ যাজ্ঞবল্ক্যম্ পৃচ্ছামি ত্বা যাজ্ঞবল্ক্য! অযজ্ঞোপবীতী কথং ব্রাহ্মণ ইতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ইদমেবাস্য তদ্‌যজ্ঞোপবীতং য আত্মা প্রাশ্যাচম্যায়ং বিধিঃ পরিব্রাজকানাম্॥ ১৩॥

ব্রাহ্মণ যে উপবীত ত্যাগ করিবে, তৎসম্বন্ধে সন্দিগ্ধ

য়া প্রশ্ন করিলে তদুত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—অত্রিনামা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ভগবন্! আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত কি? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, যিনি আত্মা, তিনিই ব্রাহ্মণের যজ্ঞোপবীত। সমস্ত কর্ম্মফলই এই আত্মধ্যানের অন্তর্গত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, আত্মধ্যানই জীবকুলের বন্ধ ও মুক্তির হেতু; সুতরাং শঙ্কা নিবৃত্তি করিয়া শেষ প্রাশন করত আচমন করিবে। এবং আচমনান্তে পূর্ব্ববৎ বহ্নির আঘ্রাণ গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্নির অভাবে জলেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাই পরিব্রাজকগণের পক্ষে ব্যবস্থা। অধিকন্তু সন্ন্যাসগ্রহণ সর্ব্বথা বিধেয় ॥ ১৩ ॥

বীরাধ্বানে বা অনাশকে বা অপাং প্রবেশে বা অগ্নি-প্রবেশে বা মহাপ্রস্থানে বা ॥ ১৪ ॥

বীরাধ্বানাদি পঞ্চ উক্ত ব্যবস্থার অতিদেশ করিতেছেন, অর্থাৎ বীরাধ্বানে, অনাশকে, সলিলমধ্যে, বহ্নিপ্রবেশে ও মহাপ্রস্থানেই এই যজ্ঞাদিবিধি নির্ণীত আছে। আদিত্য-পুরাণে যে উক্ত বীরাধ্বানাদি পঞ্চ কথিত আছে, তাহা এই—যে ব্যক্তি মহাপাপী হইয়া দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, শরীর-বিনাশের সময় উপস্থিত হইলে সেই ব্যক্তি অব্রাহ্মণ হইলেও স্বর্গাদি মহাফলকামনায় প্রদীপ্ত

বহ্নিতে প্রবেশ করিবে, কিংবা অনশন করিবে, অথবা উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে, মহাপথে প্রস্থান করিবে, হিমালয়চূড়ায় আশ্রয় লইবে কিংবা প্রয়াগে বটশাখার অগ্রভাগ হইতে পতিত হইয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। এই প্রকার করিলে সর্ব্বপাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া উত্তমলোক প্রাপ্ত হইতে পারে; কিন্তু আত্ম-হত্যা করা নিষিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ দ্বারা মহাপাতক বিনাশ পাইলে তৎক্ষণাৎ দিব্য ভোগলাভ হয়। ঐরূপ তপস্যাতে নর-নারী প্রভৃতি সকলেই অধিকারী। বীরা-ধ্বানে অগ্নিপুরাণে ফল কথিত আছে যে,যে বীর্য্যবান্ ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থিতি পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সেই শূর স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হয় না, ইহাকেই বীরাধ্বান, বীরশয্যা, বীরস্থান বা বীরস্থিতি কহে। অনাশক বিষয়ে ভবিষ্যোত্তরে যে ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই—অনাহারে প্রাণবিসর্জ্জনই অনাশক নামে অভিহিত। জলপ্রবেশে সপ্তসহস্র বর্ষ, অগ্নিপ্রবেশে একাদশসহস্র বর্ষ, উচ্চস্থান হইতে পতনে ষোড়শসহস্র বর্ষ, মহাযজ্ঞে ষষ্টিসহস্রবর্ষ, গোগ্রহে মরণে অশীতিবর্ষ এবং অনাহারে প্রাণত্যাগে অনন্তকাল সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। ইহাতে জলপ্রবেশ এবং বহ্নিপ্রবেশের ফল কথিত হইল। ব্রহ্মপুরাণে যে মহাপ্রস্থানের ফল বর্ণিত আছে, তাহা এই—মহাপ্রস্থানযাত্রা অবশ্য কর্ত্তব্য, কেন না,উক্ত প্রস্থানে

মৃত্যু ও ধৈর্য্য অবলম্বন করিলে সদ্যঃ স্বর্গফল প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ১৪ ॥

অথ পরিব্রাড্‌বিবর্ণবাসা মুণ্ডোঽপরিগ্রহঃ শুচিরদ্রোহী ভৈক্ষর্ণো ব্রহ্মভূয়ায় ভবতীতি। যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা সন্ন্যসেৎ ॥ ১৫ ॥

আনুষঙ্গিক পরিব্রজ্যা নির্ণীত হইল, অধুনা প্রকৃত পরিব্রাজকতা স্থিরীকৃত হইতেছে।—যাহারা পরিব্রজ্যা (সন্ন্যাস) অললম্বন করিবে, তাহারা গৈরিকাদি দ্বারা কষায়িত বসন ধারণ পূর্ব্বক মস্তকমুণ্ডন করিয়া অপরিগ্রহ হইবে (স্ত্রীপুত্রাদির সংসর্গ বিসর্জ্জন করিবে)। পরে বাহ্য ও অন্তঃশুদ্ধিসাধন পূর্ব্বক দ্রোহ-বর্জ্জন করিবে এবং সতত লোকসমাগমশূন্য হইয়া ব্রহ্মোপাসনা করিলে সেই ব্যক্তি ব্রহ্মভাব লাভ করিতে পারে। এইরূপ উপাসনাতে অনশনাদি দ্বারা শরীরত্যাগ করিতে হয় না। আতুর ব্যক্তি কেবল বাক্যে ও মনে সন্ন্যাসাবলম্বন করিবে। শক্তির অভাবে তাহাদিগের কেবল বাক্য ও মনোদ্বারা আরাধনা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় ॥ ১৫ ॥

এষঃ পন্থা ব্রহ্মণা হানুচিতঃ তেনৈবৈতি সন্ন্যাসো ব্রহ্ম বিদিত্যেবমেবৈষ ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য ॥ ১৬ ॥

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সন্ন্যাসপন্থা কি প্রকৃত, না কল্পিত? তদুত্তরে বলা যাইতেছে।—এই সন্ন্যাসপন্থা ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বোধিত, এই সন্ন্যাস আশ্রয় করিয়াই সন্ন্যাসিগণ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন এবং সর্ব্বজ্ঞ হইতে সমর্থ হইয়া থাকেন। সুতরাং জানা গেল যে, এই সন্ন্যাসপন্থা কল্পিত নহে; অত্রিঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের এই প্রকার উপদেশ শ্রবণ পূর্ব্বক "ভগবন্ যাজ্ঞবল্ক্য!" এই প্রকার সম্বোধন দ্বারা উক্ত উপদেশ গ্রহণ করিলেন॥১৬॥

তত্র পরমহংসা নাম সংবর্ত্তকারুণিশ্বেতকেতু-দুর্ব্বাসা-ঋভু--নিদাঘ--জড়ভরত-দত্তাত্রেয়--রৈবতক--প্রভৃতয়োঽব্যক্ত-লিঙ্গা অব্যক্তাচারা অনুন্মত্তা উন্মত্তবদাচরন্তঃ॥ ১৭॥

সন্ন্যাসের কল্পিতত্বশঙ্কা দূর করিবার জন্য পুনরায় পরমহংস-সম্প্রদায় প্রদর্শন করিতেছেন।—সংবর্ত্তক, অরুণনন্দন শ্বেতকেতু, দুর্ব্বাসা, ঋভু, নিদাঘ, জড়ভরত, দত্তাত্রেয় এবং রৈবতক, এই আট জন পরমহংসের নাম পুরাণে প্রথিত আছে। তদ্ব্যতীত পরমহংস-সম্প্রদায়ও ছিল, ইহাঁরা অব্যক্তলিঙ্গ, অর্থাৎ ইহাঁদিগের মধ্যে কেহ কেহ আশ্রমবিহিত যজ্ঞোপবীতাদি ধারণ করিতেন এবং অনুন্মত্ত ছিলেন। আর কেহ কেহ উন্মত্তের ন্যায় ছিলেন; দত্তাত্রেয় মদিরা ও স্ত্রী সেবন করিতেন॥ ১৭॥

ত্রিদণ্ডং কমণ্ডলুং শক্যং জলপবিত্রং পাত্রং শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ইত্যেতৎ সর্ব্বং ভূস্বাহেত্যপ্‌সু পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ ॥ ১৮ ॥

পরমহংসবৃন্দ ত্রিদণ্ড, কমণ্ডলু, শিক্য (দ্রব্যরক্ষার্থ রজ্জুনির্ম্মিত আধার বা শিকা), বসন, জলবিশুদ্ধ পাত্র, (কুণ্ডিকাচমসাদি) এবং কন্থা, কৌপীন, উত্তরীয় বসন, শিখা ও যজ্ঞোপরীত এই সকল "ভূঃ স্বাহা" এই মন্ত্রে সলিলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মানুসন্ধান করিবে ॥ ১৮ ॥

যথা জাতরূপধরো নির্গ্রন্থো নিষ্পরিগ্রহঃ তত্তদ্‌ব্রহ্মমার্গে সম্যক্ সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসন্ধারণার্থং যথোক্ত কালে বিমুক্তো ভৈক্ষমাচরন্ উদরপাত্রেণ লাভালাভয়োঃ সমো ভূত্বা শূন্যাগার-দেবগৃহ-তৃণ-কূট-বল্মীকবৃক্ষমূল-কুলাল-শালাগ্নিহোত্রগৃহ-নদী-পুলিন-গিরিকুহরকন্দরকোটর-নির্জ্জর-স্থণ্ডিলেষু তেষ্বনিকেতবাস্যপ্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যান-পরায়ণোঽধ্যাত্মনিষ্ঠোঽশুভকর্ম্মনির্ম্মূলনপরঃ সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি, স পরমহংসো নাম পরমহংসো নামেতি ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেবদীয়-জাবালোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

যে ব্যক্তি জন্মকালীন রূপধারী অর্থাৎ নির্ব্বস্ত্র, গ্রন্থানুশীলনরহিত হইয়া পরিগ্রহবিসর্জ্জন পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্ম-

মার্গে সম্যক্ সম্পন্ন ও শুদ্ধমনা হইয়া জীবনধারণার্থ যথাযথ সময়ে উদরপূরণোপযুক্ত ভিক্ষাচরণ পূর্ব্বক লাভালাভে তুল্যজ্ঞানী হইয়া শূন্যাগার, দেবগৃহ, পর্ণশালা, বল্মীক, তরুমূল, কুলালশালা, অগ্নিহোত্রগৃহ, নদীতট, গিরিকুঞ্জর, কন্দর, কোটর, নির্ঝর ও স্থণ্ডিল, এই সমস্ত স্থলে বাস করিয়া যত্নবান্, নির্ম্মল, ব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠ হইয়া শুভাশুভক্রিয়া সমূলে পরিহার পুরঃসর সন্ন্যাস দ্বারা শরীরবিসর্জ্জন করেন, তাঁহাকেই পরমহংস বলা যায়। উপনিষদাদিতে অধ্যায়-শেষে অন্তব্যাক্য দুইবার উচ্চারণ করিতে হয়, এই জন্য "পরমহংসো নাম" দুইবার বিবৃত হইল ॥ ১৯ ॥

ইতি শুক্ল-যজুর্ব্বেদীয় জাবালোপনিষৎ সমাপ্ত ॥

॥ ওঁ ॥ তৎসৎ ॥ ওঁ

পিণ্ডোপনিষৎ

॥ ওঁ ॥ পরমাত্মনে নমঃ ॥ ওঁ ॥

ওঁ দেবতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণমিদবব্রুবন্।
মৃতস্য দীয়তে পিণ্ডং কথং গৃহ্নন্ত্যচেতসঃ ? ॥ ১ ॥

পিণ্ডোপনিষৎ বিবৃত হইতেছে কেন, তাহার কারণ এই যে, সংসারমোক্ষার্থ সন্ন্যাসোপনিষৎ ও পরমহংসোপনিষৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু সন্ন্যাসবর্জ্জিত ও সংসারে যাহারা বিপন্ন, তাহাদের গতি কি হইবে, ইহা স্থির করিবার জন্যই এই উপনিষৎ বিবৃত হইতেছে।—কোন সময়ে সুরবৃন্দ ঋষিগণের সহিত মিলিত হইয়া পিতামহসকাশে গমন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! মনুষ্যগণের মরণান্তে শরীর চেতনাবিহীন হয়; সুতরাং মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া মনুষ্যেরা পিণ্ডপ্রদান করিয়া থাকে। ঐ প্রদত্ত পিণ্ড অচেতন মৃতেরা গ্রহণ করে কি প্রকারে ? ॥১॥

ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চসু পঞ্চধা।
হংসস্ত্যক্ত্বা গতো দেহং কস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ ? ॥২॥

সুরবৃন্দ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এই পঞ্চভূতাত্মক শরীর ভিন্ন হইয়া দেহগত পঞ্চভূত মহাভূতে বিলীন হইলে আত্মা সেই শরীর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কোন্ স্থানে প্রস্থান করে ও কোথায় অবস্থিতি করে ? ॥ ২ ॥

ব্রহ্মোবাচ।

অহং বসতি তোয়েষু অহং বসতি চাগ্নিষু।
অহমাকাশগো ভূত্বা দিনমেকন্তু বায়ুগঃ ॥ ৩ ॥

পিতামহ কহিলেন,—আত্মা দেহত্যাগান্তে জলে এবং বহ্নিতে অবস্থিতি করে। পরে আকাশগামী হইয়া একদিনমাত্র বায়ুতে অধিষ্ঠিত থাকে। পরে ভোগোচিত দেহ জন্মে এবং সেই দেহ দ্বারা পিণ্ড গ্রহণ করে ॥ ৩ ॥

প্রথমেন তু পিণ্ডেন কলানাং তস্য সম্ভবঃ।
দ্বিতীয়েন তু পিণ্ডেন মাংস-ত্বক্-শোণিতোদ্ভবঃ ॥ ৪ ॥

মানবগণের মরণান্তে সেই মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে পুত্রাদিরা প্রথম দিবসে যে পিণ্ড দান করে, তাহাতে ষোড়শকলার সম্ভব হয় এবং তৎপরদিন যে দ্বিতীয় পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা হইতে মৃত ব্যক্তির মাংস, চর্ম্ম এবং

রক্তের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ এবং ষড়িন্দ্রিয় ইহাদিগকেই ষোড়শকলা কহে॥ ৪॥

তৃতীয়েন তু পিণ্ডেন মতিস্তস্যাভিজায়তে।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন অস্থিমজ্জা প্রজায়তে॥ ৫॥

তৃতীয় দিনে মৃতের উদ্দেশে পুত্রাদি কর্ত্তৃক যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই পিণ্ডে তাহার বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। তৎপর-দিবসে যে চতুর্থ পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে অস্থি ও মজ্জা জন্মে॥ ৫॥

পঞ্চমেন তু পিণ্ডেন হস্তাঙ্গুল্যঃ শিরো মুখম্।
ষষ্ঠেন কৃতপিণ্ডেন হৃৎকণ্ঠং তালু জায়তে॥ ৬॥

পঞ্চম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তৎফলে মৃতব্যক্তির হস্তের অঙ্গুলি, শিরঃ ও মুখ জন্মে। ষষ্ঠদিনে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, সেই ষষ্ঠপিণ্ড হইতে হৃদয়, কণ্ঠ এবং তালুর উৎপত্তি হয়॥ ৬॥

সপ্তমেন তু পিণ্ডেন দীর্ঘমায়ুঃ প্রজায়তে।
অষ্টমেন তু পিণ্ডেন বাচং পুষ্যতি বীর্য্যবান্॥ ৭॥

মনুষ্যের মৃত্যুর পর পুত্রাদিরা সপ্তম দিবসে যে পিণ্ড-

দান করে, তাহা হইতে দীর্ঘায়ু হয় এবং অষ্টম পিণ্ড দ্বারা বাক্য পুষ্ট ও মৃত ব্যক্তি বীর্য্যবান্ হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

নবমেন তু পিণ্ডেন সর্ব্বেন্দ্রিয় সমাহৃতিঃ।
দশমেন তু পিণ্ডেন ভাবানাং প্লবনং তথা ॥
পিণ্ডে পিণ্ডে শরীরস্য পিণ্ডদানেন সম্ভবঃ।
পিণ্ডদানেন সম্ভব ইতি ॥ ৮ ॥

ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্তা ॥

মৃত ব্যক্তির মরণান্তে তাহার উদ্দেশে নবম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহাতে সর্ব্ববিধ ইন্দ্রিয়সমাবেশ হয় এবং দশম পিণ্ড দ্বারা ক্ষুধা ও পিপাসাদির উদ্বোধ হয়, এই প্রকারে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডদানে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের উৎপত্তি হইয়া একটি দেহ গঠিত হয়। এই অর্থ গরুড়পুরাণেও কথিত আছে, ভগবান্ গরুড়কে উপদেশ করিয়াছেন, ইহা শ্রুতিমূলক। বিশেষতঃ মস্তক হইতে উৎপত্তি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে। ভগবান্ গরুড়কে বলিয়াছেন যে, প্রথম পিণ্ডে মস্তক, দ্বিতীয় পিণ্ডে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় পিণ্ডে হৃদয় এবং চতুর্থ পিণ্ডে ঐ সমস্তের পুষ্টি হয়। আর পঞ্চম পিণ্ডে নাভি, ষষ্ঠে কটি, সপ্তমে গুহ্য, অষ্টমে উরু,

নবমে জানু ও পাদ জন্মে এবং দশম পিণ্ডে ক্ষুধার উদয় হইয়া থাকে। এই পিণ্ডদানের বিশেষ এই যে, দশম দিবসে যে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, তাহা আমিষের সহিত প্রদান করা কর্ত্তব্য। কেননা, দেহে জীবসঞ্চার হইলেই তাহার ক্ষুধা হয়, অতএব সামিষ পিণ্ডদান করা বিধেয়। আমিষ-বিহীন পিণ্ড দিলে তাহার ক্ষুধার শান্তি হয় না॥ ৮ ॥

ইতি পিণ্ডোপনিষৎ সমাপ্ত॥